"মূসক দিব জনে জনে
অংশ নিব উন্নয়নে"

ভ্যাট সম্পর্কে জানতে ফোন করুন
১৬৫৫৫

"I AM VAT SMART" ARE YOU?

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০১৬

জনকল্যাণে রাজস্ব

FL2

অনলাইন ভ্যাটের মৌলিক বৈশিষ্ট্য

VAT Online

VAT Smart হতে ভিজিট করুন
www.nbr.gov.bd
www.nbrelearning.gov.bd
facebook.com/VATOnlineBD

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৌলিক বৈশিষ্ট্য:

- সম্প্রসারিত কর ভিত্তি।
- প্রতিপালনকারী (Compliant) করদাতার জন্য প্রণোদনামূলক এবং অপ্রতিপালনকারী (Non-Compliant) করদাতার জন্য কঠোর নজরদারীমূলক ব্যবস্থা।
- ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত হবে এবং ব্যবসায়ের খরচ কমবে।
- প্রকৃত বিক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে কর নির্ধারিত হবে।
- ব্যবসায়ের নিয়মিত হিসাবই মূসক নির্ধারণের ভিত্তি হবে।
- হিসাব-ভিত্তিক নিবন্ধন, একটি কোম্পানির জন্য একটিই নিবন্ধন প্রযোজ্য। রেয়াতের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত এবং রেয়াত গ্রহণ পদ্ধতি সহজ করা হয়েছে।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাত (এসএমই) কে উৎসাহিত করা হয়েছে। ব্যবস্থাটি অনলাইন-ভিত্তিক হলেও ছোট ছোট করদাতাদের সুবিধার্থে সনাতন পদ্ধতিও সমান্তরালভাবে চালু থাকবে।
- করদাতাগণকে আগাম কর পরিশোধ করতে হবে না এবং সর্বোচ্চ ৪৫ দিন করের টাকা নিজের কাছে রাখতে পারবেন।
- মাস শেষে হিসাব করে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে কর পরিশোধ ও দাখিলপত্র জমা দিতে হবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন FL3

বিষয়ভিত্তিক বৈশিষ্ট্য:

নিবন্ধন / তালিকাভুক্তি:

- বার্ষিক করযোগ্য টার্নওভার ৩০ লক্ষ টাকার উপর হতে ৮০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে তাকে তালিকাভুক্ত হতে হবে।
- বার্ষিক করযোগ্য টার্নওভার ৮০ লক্ষ টাকার উপর হলে তাকে নিবন্ধিত হতে হবে।
- একটি কোম্পানির জন্য একটি মূসক নিবন্ধন প্রযোজ্য হবে।
- নিবন্ধনের জন্য কোনো কাগজ-পত্র জমা দিতে হবে না। যেকোনো সময় যেকোনো স্থান হতে অনলাইনে নিবন্ধন নেয়া যাবে।
- কারো যদি অনলাইনে নিবন্ধন নেয়ার সুযোগ না থাকে তাহলে নিকটস্থ VAT Online Service Center হতে সেবা গ্রহণ করা যাবে।
- মূসক বিভাগীয় অফিস কিংবা কমিশনারেটে কাগুজে আবেদনও দাখিল করা যাবে।
- কাগুজে আবেদনের ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার (সিপিসি)-এর স্টাফ কর্তৃক করদাতার দেয়া তথ্য অনলাইন ব্যবস্থায় ইনপুট দেয়া হবে।
- নতুন ব্যবস্থায় যারা ইতোমধ্যে নিবন্ধিত তাদেরকে পুনঃনিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে এবং কেবল নতুন করদাতাগণকে নতুন নিবন্ধন নিতে হবে, যার পদ্ধতি একই।
- নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা নেই এমন ব্যক্তিও স্বেচ্ছায় নিবন্ধন গ্রহণ করতে পারবেন।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন FL5, BL3

সরবরাহের মূল্য:

- সকল বিক্রয় মূল্য ভ্যাটসহ (VAT Inclusive) নিরূপণ করতে হবে।
- প্রকৃত বিক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে কর নিরূপিত হবে।
- নতুন মূসক আইনে পণ্য বা সেবা বিক্রির ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণা দেয়ার প্রয়োজন হবে না, কোনো ট্যারিফ বা সংকুচিত ভিত্তিমূল্যও নেই।
- ব্যবসায়ী কর্তৃক তার উৎপাদিত পণ্য বা সেবার বিনিময় মূল্য তথা যে মূল্যে তিনি পণ্য বা সেবা বিক্রয় করেন ঐ মূল্যই হবে মূসক হিসাবের জন্য ভিত্তিমূল্য।
- সারা বছর ধরে মূল্য-হ্রাস (Discount) প্রদান করা যাবে, হ্রাসকৃত মূল্যের মধ্যেই মূসক অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন FL6

রেয়াত:

- অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ক্রয়কৃত প্রায় সবকিছুর জন্য রেয়াত পাওয়া যাবে।
- যে মাসে ক্রয় করা হয়েছে তার পরবর্তী ২ (দুই) কর মেয়াদ পর্যন্ত রেয়াত গ্রহণ করা যাবে।
- রেয়াতের জন্য একমাত্র দলিল ক্রয় চালানপত্র, স্থানীয় ক্রয়ের ক্ষেত্রে ফরম মূসক-৬.৩ এবং আমদানির ক্ষেত্রে বিল অব এন্ট্রি ক্রয় চালান হিসেবে বিবেচিত।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন FL7

হিসাবরক্ষণ:

- রেয়াত ভিত্তিক সহজ হিসাব ব্যবস্থা।
- মূসক হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি ব্যবসায়ের সাধারণ হিসাবরক্ষণ পদ্ধতিকে অনুসরণ করে।
- মূল্য সংযোজন করের জন্য আলাদা হিসাব সংরক্ষণের সুযোগ নেই, ব্যবসার নিয়মিত হিসাবই হবে মূসকের জন্য হিসাব।
- ব্যবসার নিয়মিত হিসাবে মূসকের জন্য ন্যূনতম কিছু তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।
- একাধিক শাখা থাকলেও, একটি কোম্পানির জন্য একটিই হিসাব।
- চলতি হিসাব ব্যবস্থা না থাকায় অগ্রিম কর পরিশোধের কোনো প্রয়োজন নেই।
- শুধু করচালানপত্রের ভিত্তিতে মাস শেষে প্রদেয় করের হিসাব করতে হবে।
- বকেয়া-ভিত্তিক হিসাব (Accrual Basis Accounting) অনুসরণ করা হবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন B6

কর পরিশোধ পদ্ধতি:

- দাখিলপত্র জমার সময় বা পূর্বে কর পরিশোধ করতে হবে।
- প্রতি করমেয়াদের কর পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।
- করদাতা মূসকের অর্থ সর্বোচ্চ ৪৫ দিন পর্যন্ত ব্যবসায়ের কাজে ব্যবহার করতে পারবেন।
- সনাতন পদ্ধতির পাশাপাশি অনলাইনেও কর পরিশোধ করা যাবে।
- অনলাইনে কর পরিশোধকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন FL11, BL7

দাখিলপত্র:

- যেকোনো সময় যেকোনো স্থান হতে অনলাইনে মূসক দাখিলপত্র পেশ করা যাবে।
- যদি কোনো করদাতার অনলাইনে দাখিলপত্র পেশ করার সুযোগ না থাকে তাহলে নিকটস্থ VAT Online Service Center হতে সেবা গ্রহণ করা যাবে।
- মূসক বিভাগীয় অফিস কিংবা কমিশনারেটে কাগুজে দাখিলপত্রও পেশ করা যাবে।
- কাগুজে দাখিলপত্রের ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল প্রসেসিং সেন্টার (সিপিসি) এর স্টাফ কর্তৃক করদাতার দেয়া তথ্য অনলাইনে ব্যবস্থায় ইনপুট দেয়া হবে।
- দাখিল-ই হবে কর হিসাবের একমাত্র দলিল।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন FL11, BL7

রিফান্ড:

- দাখিলপত্রই রিফান্ডের আবেদন হিসেবে বিবেচিত হবে, আলাদাভাবে আবেদন করার প্রয়োজন হবে না।
- আবেদনের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে রিফান্ড প্রদান করা হবে।
- ৩ (তিন) মাসের মধ্যে আবেদনটি নিষ্পত্তি না হলে আবেদনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুমোদিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।
- রিফান্ডের অর্থ সরাসরি করদাতার ব্যাংক একাউন্ট-এ প্রেরণ করা হবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন FL12, BL14

আপিল ও এডিআর:

- অনলাইনে আপিল ও এডিআর-এর আবেদন করা যাবে।
- অনলাইনে মামলার রায় পাওয়া যাবে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন BL12

বিদ্র. BO = BOOK, BL = BOOKLET, FL = FLYER